দা'ওয়াতে ইসলামীর পরিচিতি

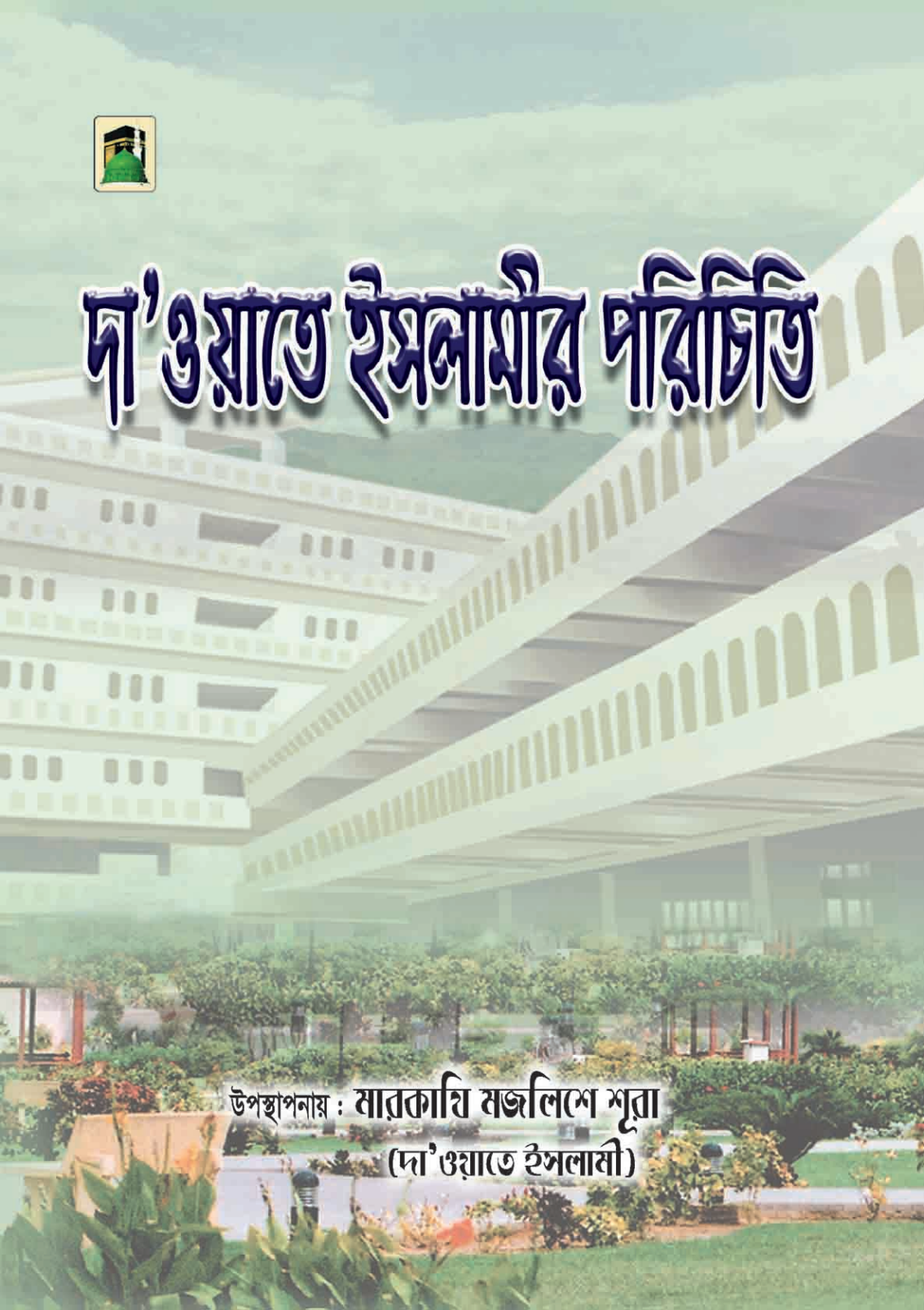

উপস্থাপনায় : মারকাযি মজলিশে শূরা
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দা'ওয়াতে ইসলামীর পরিচিতি

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও আপনি এই রিসালাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই পড়ে নিন اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনি নিজের মধ্যে মাদানী পরিবর্তন অনুভব করবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "জিব্রাঈল عَلَيْهِمُ السَّلَام আমাকে আরয করলো; **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "**হে মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মত আপনার উপর একবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে, আর আমি এর জন্য দশটি রহমত প্রেরণ করবো এবং আপনার উম্মতের মধ্যে কেউ একবার সালাম প্রেরণ করবে আর আমি তার জন্য দশটি সালাম প্রেরণ করবো।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ্, ১ম খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯২৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রয়োজনীয়তা

৪র্থ পারার সুরা আলে ইমরানের ১০৪ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন হওয়া উচিৎ। যারা কল্যাণের প্রতি আহবান করবে ভাল কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ বিষয় থেকে নিষেধ করবে, আর এসব লোকই লক্ষ্যস্থলে পৌছেঁছে।

এই পবিত্র আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে প্রখ্যাত মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাফসিরে নঈমী ৪র্থ খন্ডের ৭২ পৃষ্ঠায় লিখেন: "হে মুসলমানগণ! তোমাদের সবাইকে এমন জামায়াত হওয়া উচিৎ অথবা এমন দল গঠন করা কিংবা এমন ভাবে সঙ্গবদ্ধ হয়ে থাকা যারা সমস্ত পথহারা মানুষদেরকে উত্তম কাজের (সৎকাজের) দাওয়াত দেয় কাফিরদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়, ফাসিকদের তাকওয়ার, উদাসীনদেরকে চেতনার, মূর্খদের জ্ঞান ও মারিফাতের, রুক্ষ মেজাজীদেরকে ইশ্‌কের স্বাদের, ঘুমন্তদেরকে জাগ্রত হওয়ার এবং ভাল কথা, উত্তম আক্বীদা তথা বিশ্বাস, উত্তম আমল সমূহের মূখ, কলম, আমল, শক্তি, নম্রতা (এবং রাজা নিজের প্রজাদের) কঠোরতার মাধ্যমে আদেশ দিবে এবং মন্দ বিষয়াবলী, মন্দ বিশ্বাস, মন্দ কার্যাবলী, মন্দ চিন্তাভাবনা থেকে মানুষদেরকে কথা, অন্তর, লিখনী, তলোয়ার (নিজ পদানুযায়ী) দ্বারা বাধা প্রদান করবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

ছোট বড় সবাই মুবাল্লিগ

মুফতি সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আরো বলেন: "সকল মুসলমান মুবাল্লিগ। সকলের উপর ফরয হচ্ছে, লোকদের সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা।" মোটকথা যে ব্যক্তি যতটুকুই জানে তা অপর ইসলামী ভাইয়ের নিকট পৌছাবে। যার সমর্থনে প্রখ্যাত মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন: **হুযুর তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖوَسَلَّم ইরশাদ করেন: "بَلِّغُوْا عَنِّیْ وَلَوْ اٰیَة অর্থাৎ আমার পক্ষ হতে পৌঁছিয়ে দাও যদি একটি আয়াতও হয়।" **(সহীহ্ বুখারী, ২য় খন্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৪৬১)**

"দা'ওয়াতে ইসলামী"র সূচনা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖوَسَلَّم এর উম্মতদের প্রতি প্রত্যেক যুগে এমন তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব দান করেন যারা কেবল اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْف وَنَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَر (অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়) এর এই পূত পবিত্র দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ভাবে সমাপ্ত করেননি বরং মুসলমানদেরকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করার মন মানসিকতা সৃষ্টি করেছেন। এসব মহান ব্যক্তিদের মধ্যে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও রয়েছেন যিনি কয়েকজন আপন শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে যিলকা'দুল হারাম ১৪০১ হিজরী মোতাবেক সেপ্টেম্বর ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাবুল মদীনা করাচীতে

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"**র মাদানী কাজ শুরু করেন। তাঁর دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه খোদা ভীতি ও ইশ্‌কে রাসূল, কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণের প্রেরণা, সুন্নাতের পূণরজ্জীবনের উৎসাহ, তাকওয়া ও পরহেযগারী, ক্ষমা ও মার্জনা, ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতা, বিনয় ও নম্রতা, সাদাসিধা জীবন যাপন, ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা, উত্তম চরিত্র, দুনিয়া বিমূখতা, ঈমান হিফাযতের চিন্তা, ইলমে দ্বীনের প্রসার, মুসলমানের হিত কামনার মতো গুনাবলীতে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যোগ্য উত্তরসূরী।[১] তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই মাদানী সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"**র মাধ্যমে লাখো মুসলমান বিশেষত: নওজোয়ান ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের জীবনে **মাদানী পরিবর্তন** এনে দিয়েছেন, অনেক বিকৃত মানসিকতার যুবককে তাওবা করিয়ে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন, বেনামাযী কেবল নামাযী নয় বরং নামায পড়ানোর দায়িত্ব (তথা মসজিদের ইমাম) হয়ে গেছে, মা-বাবার সাথে অসদাচরণকারীগণ শিষ্টাচারী হয়ে গেছে, কুফরীর অন্ধকারে পথহারা লোক ইসলামের আলোর সন্ধান পেয়েছে, ইউরোপীয় দেশ সমূহের রঙ্গিন স্বপ্নদ্রষ্টাগণ কা'বা শরীফ ও সবুজ গম্বুজের যিয়ারতের জন্য ব্যাকুল হয়ে গেছে, দুনিয়ার অহেতুক পেরেশানীতে জর্জরিতদের আখিরাতের মাদানী চিন্তা নসীব হয়েছে, অশ্লীল পুস্তকাদী ও অহেতুক ম্যাগাজিন সমূহের আগ্রহীগণ ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের রিসালা ও অন্যান্য দ্বীনী কিতাবাদী অধ্যয়নে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে,

---

[১] আরো জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পরিচিতি (মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত) নামক কিতাব অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

আনন্দ ভ্রমনের উদ্দেশ্যে ভ্রমন করার অভ্যস্থ লোক আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় **আল্লাহ্ তাআলার** রাস্তায় সফরকারী হয়ে গেছে এছাড়া শুধুই দুনিয়াবী সম্পদ অর্জনই জীবনের লক্ষ্যবস্তু স্থিরকারী ব্যক্তিরা এই উদ্দেশ্যকে আপন করে নিলো যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** (اِنْ شَاءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ)

দা'ওয়াতে ইসলামী প্রায় ২০০ টি দেশে

আল্লাহ্ তাআলার দয়া, **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহ, সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُم এর বরকত, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ السَّلَام এর সাথে সম্পর্ক, ওলামা মাশায়েখদের دَامَتْ فُيُوْضُهُم মমতায় এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه রাত দিন প্রচেষ্টার কারণে বাবুল মদীনা করাচী থেকে শুরু হওয়া মাদানী সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী'**র মাদানী বার্তা দেখতে দেখতেই বাবুল ইসলাম (সিন্ধ প্রদেশ) পাঞ্জাব, খাইবার পাকতুন খাঁ, কাশ্মির, বেলুচিস্থান এরপর দেশের বাইরে ভারত, বাংলাদেশ, আরব আমিরাত, শ্রীলংকা, বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া, দক্ষিন আফ্রিকা পর্যন্ত এমনকি (বর্তমানে) পৃথিবীর প্রায় ২০০ টি দেশে পৌঁছে গেছে এবং আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَلٰى اِحْسَانِه

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আজ (অর্থাৎ ১৪৩৭ হিজরী) **দা'ওয়াতে ইসলামী** ১০৩টিরও বেশী বিভাগ সুন্নাতের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। সারা দুনিয়ার হাজারো স্থানে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হচ্ছে এবং সুন্নাত প্রশিক্ষনের মাদানী কাফেলার সফরকারী অসংখ্য মুবাল্লিগ এই মহৎ প্রেরণাকে ধারন করে উম্মতের সংশোধন মূলক কাজে সদা ব্যস্ত যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** (اِنْ شَاءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

আল্লাহ্ করম এ্যয়ছা করে তুজ পে জাঁহা মে,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচী হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অমুসলিমদের মাঝে তবলীগ তথা দ্বীন প্রচার

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সৌহার্দ্য পূর্ণ ইনফিরাদী কৌশিশ এর মাধ্যমে হাজারো ইসলামী ভাইদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং তাদেরকে **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করার"** উৎসাহ দিয়েছেন। এসব ইসলামী ভাইগণ অন্যান্য ইসলামী ভাইদের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করেছে আর এভাবেই নেকীর দাওয়াতের ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি হতে যাচ্ছে। লাখো বেআমল মুসলমান নামাযী এবং সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে অমুসলিমরাও মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র হাতে হাত রেখে ইসলামের ছায়া তলে আসছে।

অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তজার্তিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা (বাবুল মদীনা করাচী) থেকে আশিকানে রাসূলের ৯২ দিনের একটি মাদানী কাফেলা কলম্বোর সফরে ছিল। যেদিন "ইরো" জেলার ৩০ দিনের উদ্দেশ্যে মাদানী কাফেলার সফরে যাত্রা ছিলো সেদিন এক ইসলামী ভাই আমীরে কাফেলার কাছে এক অমুসলিম যুবককে নিয়ে উপস্থিত হলো।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

আমীরে কাফেলা **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উন্নত চরিত্র সম্পর্কিত কিছু সুবাসিত মাদানী ফুল উপস্থাপন করে তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পেশ করলেন। সে এই সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলো যার উত্তর দেওয়া হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **প্রায় এক ঘন্টার ইনফিরাদী কৌশিশের পর সেই অমুসলিম যুবক মুসলমান হয়ে গেলো।**

(ফয়যানে সুন্নাত, খাবারের আদব অধ্যায়, ১ম খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলা সকল নও মুসলিমদের এবং তাদের সদকায় আমাদের সকলকে ইসলামের উপর অটলতা ও স্থায়ীত্ব নসীব করুক।

اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী কাফেলা

দা'ওয়াতে ইসলামীর সুচনাতেই শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বুযুর্গানে দ্বীনদের অনুসরনে **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফর করতেন। প্রতিদিন অনেক সময় একাধিকবার বয়ান করতেন এবং বাসে, ট্রেনে সফর করে মসজিদে মসজিদে, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে নিজেই তাশরীফ নিয়ে যেতেন। বাবুল মদীনা (করাচীতে) অধিকাংশ সময় খাবারের টিফিন সাথে থাকতো। এমনকি স্বাভাবিকভাবে সব জায়গায় লবনের পাত্র বরং পানির পাত্র পর্যন্ত সাথে রাখতেন যেন কারো কাছ থেকে চাইতে না হয়। শুরুতে অধিকাংশ সময় এমনও হতো যে, ঘরে ফেরার সময় বাস থেকে অর্ধপথে নামিয়ে দিতো, রিক্সা বা টেক্সীর ভাড়া আদায়ের সামর্থ্য না থাকার কারণে তিনি মাঝ রাতে পাঁচ বা ছয় কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটেই বাসায় ফিরতেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নেকীর দাওয়াত দেওয়ার পাশাপাশি অসুস্থদের সেবা শুশ্রূষাও করতেন, দূরে হোক বা কাছে জানাযার নামাযে শরীক হতেন এছাড়া সুখে-দুঃখে মুসলমানদের এভাবে মনতুষ্টি করতেন যে, তারাও **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতে প্রভাবিত হয়ে যেতেন। এভাবে এই ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পেয়ে এখন এতটুকুতে পৌঁছেছে যে, আশিকানে রাসূলের সুন্নাত প্রশিক্ষনের অসংখ্য মাদানী কাফেলা দেশ থেকে দেশে, শহর থেকে শহরে, গ্রামে গঞ্জে ৩ দিনের, ১২ দিনের, ৩০দিনের বরং ১২ মাস ও ২৬ মাসের জন্য সফর করে ইল্‌মে দ্বীন ও সুন্নাতের সুবাস ছড়াচ্ছে এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাচ্ছে।

নূরানী চেহারা দেখে মুসলমান হয়ে গেল

১৪২৫ হিজরী (২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে) **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মারকাযী মজলিশে শুরার নিগরান এবং বহির্বিশ্ব মজলিশের এর কিছু সদস্যদের মাদানী কাফেলা বাবুল মদীনা (করাচী) থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছল। এ সময় **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা তৈরী করার জন্য তারা একটি জায়গা দেখতে গেল। সেখানে পূর্ব থেকে অবস্থানকৃত ইসলামী ভাইয়েরা মাদানী কাফেলার সাদর সম্ভাষন জানালেন। ঐ জায়গার মালিক যে অমুসলিম ছিলো, সে ইমামা ওয়ালা (পাগড়ি পরিহিত), দাঁড়ী ওয়ালা সুন্দর নূরানী চেহারা বিশিষ্ট আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে এবং **আল্লাহ্ আল্লাহ্** যিকিরের শ্লোগানে আত্মহারা হয়ে গেল, অস্থির হয়ে সামনে এসে **নিগরানে শূরাকে** বলতে লাগলো "আমাকে মুসলমান করে নিন।" তাকে সে মুহুর্তেই খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে তাওবা করিয়ে কলেমা শরীফ পড়িয়ে মুসলমান বানানো হলো। ইসলামী ভাইদের খুশির সীমা রইলো না।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আল্লাহ্ আল্লাহ্ এর যিকিরের সুউচ্চ ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করে তুলল।

(ফয়যানে সুন্নাত, খাবারের আদব অধ্যায়, ১ম খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

মদীনা : মাদানী কাফেলার আরো অসংখ্য বাহার এবং অন্যান্য অনেক কিছু জানতে "ফয়যানে সুন্নাত, ১ম খন্ড এবং **"দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বাহার" নামে কিতাব গুলো মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা থেকে হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী তরবিয়্যত গাহ্ (প্রশিক্ষন কেন্দ্র)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আকাঙ্খাকে সম্মান প্রদর্শন করে নেকীর দাওয়াতকে কার্যকর পদ্ধতিতে প্রসার করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় মাদানী তরবিয়্যত গাহ্ (প্রশিক্ষন কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যাতে দূরে ও কাছের ইসলামী ভাইয়েরা এসে অবস্থান করে আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে সুন্নাতের প্রশিক্ষন লাভ করে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গিয়ে "নেকীর দাওয়াতের" মাদানী ফুলের সুগন্ধ ছড়ায়। মাদানী তরবিয়্যত গাহে (প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে) সর্বদা ইসলামী ভাই উপস্থিত থাকেন, **আল্লাহ্**র রাস্তায় কিছু সময় ব্যয়কারীও এখানে এসে ইলমে দ্বীনের মাদানী ফুল গ্রহন করতে পারেন।

মসজিদ নির্মাণ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আকাঙ্খা হচ্ছে, আমাদের মসজিদ সমূহ যেন জণাকীর্ণ (আবাদ) হয়ে যায়। এর সৌন্দর্য আবার ফিরে আসুক এবং পুরাতন মসজিদ জণাকীর্ণ (আবাদ) করার পাশাপাশি নিত্য নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হোক,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

অতএব এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে "মজলিশে খুদ্দামুল মাসাজিদ" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মসজিদ নিমার্ণের কাজ সর্বদা চালু রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ফয়যানে মদীনা নামে অনেক মাদানী মারকায প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শুরার অনুমতি ক্রমে এর ধারাবাহিকতা চালু রয়েছে।

সুন্নাত কি বাহার আয়ী ফয়যানে মদীনা মে
রহমত কি ঘটা ছায়ী ফয়যানে মদীনা মে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকাযের নির্মাণকাজ, জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা সহ অন্যান্য মাদানী কাজের খরচ সমূহ মুসলমানদের দান অনুদান এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু সবার দান অনুদান সংগ্রহ করার অনুমতি নেই, এজন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরার অনুমতি আবশ্যক।

মসজিদের ইমাম

অসংখ্য মসজিদ এমন রয়েছে যেখানে মসজিদ পরিচালনা কমিটি, ইমাম, মুয়াজ্জিন বা খাদিমের বেতনাদি প্রদানে অপারগ হয়ে থাকে, সুতরাং এসকল ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদিমের কল্যাণের স্বার্থে বেতন **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রদান করে আসছে।

বোবা, বধির এবং অন্ধ ইসলামী ভাই

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়য ও বরকতে সাধারন ইসলামী ভাইয়ের পাশাপাশি বিশেষ ইসলামী ভাই

www.dawateislami.net

অর্থাৎ- বোবা, বধির ও অন্ধ ইসলামী ভাইয়েরা উপকৃত হচ্ছে। এরা এমন ব্যক্তি যাদেরকে সাধারনত সমাজে গুরুত্ব দেয়া হয় না। ইলমে দ্বীনের অভাব ও সৎসঙ্গ থেকে দূরে থাকার কারণে অনেকেই প্রয়োজনীয় জ্ঞান থেকে ও বঞ্চিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর শিক্ষা ও বিশেষ ইসলামী ভাইদের মজলিশ এর প্রচেষ্টায় আজ পাকিস্তানের অনেক শহরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় বিশেষ ইসলামী ভাইদের (অন্ধ, বোবা ও বধির) জন্য আলাদা হালকা তথা বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ রাত সমূহের ইজতিমা ও রমযানুল মুবারকের ইজতিমায়ী তথা সম্মিলিত ইতিকাফেও এদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়। যেখানে নিয়মিত ইশারা তথা সাংকেতিক ভাষায় নাত, বয়ান, যিকির ও দোয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ইশারা তথা সাংকেতিক ভাষায় নেকীর দাওয়াতে সাড়া জাগানোর জন্য মুবাল্লিগদের ৩০ দিনের কুফ্লে মদীনা কোর্স করানো হয় এবং বোবা, বধির এবং অন্ধ ইসলামী ভাইদের মাদানী কাফেলায়ও সফর করানো হয়।

অমুসলিমের ইসলাম কবুল

বাবুল মদীনা করাচীতে ২০০৭ সালে **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফরকারী বোবা, বধির ও অন্ধ ইসলামী ভাইদের একটি মাদানী কাফেলা নির্দিষ্ট মসজিদে পৌছানোর জন্য বাসে আরোহন করলো। এই মাদানী কাফেলায় কিছু সাধারন ইসলামী ভাইও ছিলো। আমীরে কাফেলা পাশে বসা ব্যক্তিকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে নাম জিজ্ঞাসা করলে, সে বললো:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

"আমি অমুসলিম, আমি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনা করেছি এবং এ ধর্মের প্রতি প্রভাবিতও রয়েছি। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের বিকৃত চরিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে আমার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা হোক আমি দেখছি যে, আপনারা সবাই একই রকম (সাদা) পোষাক পরিহিত, বাসে আরোহন করার সময় উচ্চ আওয়াজে সালাম দিলেন[১] এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে, আপনাদের সাথে অন্ধ ব্যক্তিরাও সাদা পোষাক ও সবুজ পাগড়ী পরিহিত রয়েছে, তাদের সবার মুখে দাঁড়িও রয়েছে।"

লোকটির কথা শুনে আমীরে কাফেলা **"বিশেষ ইসলামী ভাইদের মজলিশ"** সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ননা করলেন। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দ্বীন ইসলামের মহান খেদমতের আলোচনাও করলেন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের পরিচিতিও পেশ করলেন। এরপর বললেন: "এই অন্ধ ইসলামী ভাই ঐ সকল মুসলমানের (যাদের দেখে আপনি ইসলাম ধর্ম কবুল করতে ইতস্তত করছেন) সংশোধনের জন্য বের হয়েছেন।" একথা শুনে সে এতই প্রভাবিত হলো যে, কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল।

মদীনা: বোবা, বধির ও অন্ধ ইসলামী ভাইদের সম্পর্কে আরো অনেক মাদানী বাহার পড়ার জন্য "বোবা মুবাল্লিগ" রিসালা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন।

[১] বাস ইত্যাদিতে যেহেতু অমুসলিমও সফর করে এবং এদের সালাম করা নাজায়িয। সুতরাং শুধুমাত্র মুসলমানদের নিয়্যতে সালাম করা উচিৎ।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

জেলখানা

সাধারনত কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত লোকেরাই অধিকাংশ নফস ও শয়তানের ধোকায় পড়ে খুন, হত্যা, রাহাজানি, ভাংচুর, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মাদক দ্রব্যের ব্যবসা, জুয়া ইত্যাদি ঘৃণীত অপরাধে জড়িত হয়ে অবশেষে জেলখানার চার দেয়ালে বন্দি হয়ে পড়ে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কয়েদীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের জন্য জেলখানার মধ্যেও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি বিভাগ "মজলিশ ফয়যানে কুরআন" এর মাধ্যমে মাদানী কাজের ব্যবস্থা রয়েছে। অসংখ্য ডাকাত ও অপরাধী লোক জেলখানায় মাদানী কাজের প্রতি প্রবাহিত হয়ে তাওবাকারী হওয়ার পর মুক্তি পেয়ে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফরকারী ও সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে বেপরোয়া গুলি বর্ষনকারী লোক এখন সুন্নাতের মাদানী ফুল বর্ষন করছে! মুবাল্লিগদের ইন্‌ফিরাদী কৌশিশের ফলে বির্ধমী কয়েদীরা ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করছে।

কয়েদীদের সংশোধন

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লিখেন যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ জেলখানাতে ও সাড়া জাগাচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ জেলখানার ভেতর অন্যান্য প্রচার কাজের পাশাপাশি কুরআন শিক্ষা ও শরীয়াত কোর্স এর ধারাবাহিকতাও রয়েছে।

www.dawateislami.net

যাদের পুলিশের মার এবং কালো প্রকোষ্টের অন্ধকার ও সংকীর্ণ দেয়ালও সংশোধন করতে পারেনি اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে এমন লোকদেরও সংশোধনের ঘটনা ও বিদ্যমান। সুতরাং প্রখ্যাত সুফী বুযুর্গ বাবা বুল্লে শাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর পবিত্র শহর জিলা কুসুর, পোষ্ট, খুড্যিয়া থেকে এক ইসলামী বোন কিছুটা এরূপ একটি চিঠি প্রেরণ করলেন। "আমি বিধবা হয়েছি আট বৎসর হয়ে গেল আমার একটাই ছেলে। অসৎ সঙ্গে পড়ে সে ঝগড়া বিবাদে অভ্যস্থ হয়ে গেল এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ে জড়িত হয়ে গেল, বুঝানোর চেষ্টা করা হলে আমাকে উল্টো গালি-গালাজ করতো এবং মারতো। আহ্! আমার আদরের সন্তান চোখের আলো এবং অন্তরের প্রশান্তি হওয়ার বদলে অন্তরে আঘাত প্রদানকারী হয়ে গেলো। অনেকবার পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো আমি যে কোন ভাবে তাকে ছাড়িয়ে আনতাম, তার উপর অনেক মামলা মুকাদ্দমা দায়ের হয়েছিল। অবশেষে একটি মামলায় তাকে সাজা দেওয়া হলো এবং সে জেলখানার অন্ধকার কুটরীতে চলে গেল। প্রায় আট মাস পর সে যখন জামিনে মুক্ত হয়ে ঘরে আসলো তখন তাকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, এটা কি স্বপ্ন না বাস্তব! কথায় কথায় আমাকে গালি গালাজকারী এবং মারামারীকারী উগ্র মেজাজী ছেলে, আজ পায়ে পড়ে কান্না কাটি করে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

এরই মধ্যে মাগরীবের আজানের ধ্বনিতে পরিবেশ গুঞ্জন করে উঠল আর সে নামায পড়ার জন্য মসজিদের দিকে চলে গেল। তার চেহারায় পবিত্রতার নুর চমকাচ্ছিল এছাড়া অন্যান্য আচরনেও প্রকাশ্য পরিবর্তন বিরাজ করছিলো। কাল পর্যন্ত গালি গালাজকারী যুবক আজ কথায় কথায় اِنْ شَاءَالله, سُبْحَانَ الله, اَلْحَمْدُ لِلّٰه, مَاشَاءَ الله, বলে যাচ্ছে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

তার মুখ যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠে ব্যস্ত ছিল। ইশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করে মসজিদ থেকে ফিরে এসে তাড়াতাড়ী শুয়ে পড়লো। আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত প্রায় দু'টার সময় যখন আমার চোখ খুললো তখন পাশের বিছানায় ঘুমন্ত ছেলেকে না দেখে ঘাবড়ে গিয়ে উঠে বসলাম না জানি পুরোনো অভ্যাস মতো বিপত্তি ঘটানোর জন্য এবং কারো ঘর উজাড় করার জন্য চলে তো যায়নি। কিন্তু যখন ঘরের বারান্দায় চোখ পড়লো, দেখলাম আমার ছেলে জায়নামায বিছিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করছে এবং সালাম ফিরানোর পর কেঁদে কেঁদে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে মুনাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

গুনাহোঁ ছে মুঝকো বাচাঁ ইয়া ইলাহী! বুরি খাছলতেঁ ভি ছুড়া ইয়া ইলাহী!
খাতাঁও কো মেরী মিটা ইয়া ইলাহী! মুজে নেক খাছলত বানা ইয়া ইলাহী!
তুঝে ওয়াসেতা সারে নবী ও কা মওলা! মেরী বখশ দে হার খতা ইয়া ইলাহী!

ছেলের এভাবে কান্না করতে দেখে আমার চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং আমি ও কাঁদতে কাঁদতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলাম অনেকক্ষণ আমরা মা ছেলে কান্না করলাম। যখন কান্না থামলো তখন আমি জানতে চাইলে সে তার এই আশ্চর্য্যজনক পরিবর্তন সম্পর্কে বললো যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ জেলখানাতে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। জেলখানার ভেতর **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মুবাল্লিগরা যথারীতি কুরআনে পাক, ওজু, গোসল এবং সুন্নাত শিখাতো, আর দোয়া মুখস্থ করাতো। আশিকানে রাসূলের ইনফিরাদী কৌশিশে আমি গুনাহ্ থেকে তাওবা করেছি।

www.dawateislami.net

একথা গুলো শুনে আমার অন্তর আনন্দঘন বাগান বরং মদীনার বাগানে পরিণত হয়ে গেল। আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে, তারা আমার অবাধ্য, অপরাধী এবং খারাপ কাজে অভ্যস্থ সন্তানের সংশোধনের ব্যবস্থা করেছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী** এ দুঃখী মা ও আমার বংশের অনেক বড় উপকার করেছে। আমি দোয়া করছি **আল্লাহ্ তাআলা** সকল দুঃখী মায়ের যে সকল সন্তান জেলখানায় বন্দি তাদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ নসীব করুক, যাতে তারা অপরাধ থেকে ফিরে আসে এবং সুন্নাতের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে নেয়।

মদীনা: এরূপ আরো মাদানী বাহার পড়ার জন্য ''**দা'ওয়াতে ইসলামী** কে জেলখানা জাত মে খিদমাত'' নামক মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইজতিমায়ি ইতিকাফ

দা'ওয়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার দুই কিংবা তিন বছর পূর্বে রমযানুল মুবারকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কাগজী বাজার, মীঠধর, বাবুল মদীনা করাচী নুর মসজিদে (যেখানে তিনি ইমামতিও করতেন) একা ইতিকাফ করেন। অতঃপর পরের বছর তাঁর ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে আরো দু'জন ইসলামী ভাই তাঁর সাথে ইতিকাফ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মিশুকতা এবং ইনফিরাদী কৌশিশের কারণে এক বছর এমন এলো যে, ইতিকাফ কারীর সংখ্যা ২৮ জন পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

এই ইজতিমায়ি ইতিকাফের সাড়া দূর দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেলো যে, ২৮ জন ইতিকাফকারী তাও আবার নওজোয়ান ইসলামী ভাই ইতিকাফ করছে। সুতরাং লোকেরা রীতিমতো এই আশিকানে রাসূল ইসলামী ভাইদের দেখার জন্য উপস্থিত হতেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সেই বৎসরই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সূর্য উদিত হলো তথা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুচনা হলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রথম মাদানী মারকায গুলজারে হাবীব মসজিদে (গুলিস্থানে ওকাড়ভী, বাবুল মদীনা করাচী) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ব্যবস্থাপনায় সর্ব প্রথম ইজতিমায়ী ইতিকাফ হয়েছিলো। প্রায় ৬০ জন ইসলামী ভাই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সাথে ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এ ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পেয়ে (এটি লিখা পর্যন্ত) শুধু পাকিস্তানে নয় বরং দুনিয়া জুড়ে অগনিত মসজিদে মাহে রমযানুল মুবারকের ৩০ দিন এবং শেষ ১০ দিন ইজতিমায়ে ইতিকাফের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এতে হাজারো ইসলামী ভাই ইতিকাফকারী হয়ে অন্যান্য ইবাদতের পাশাপাশি ইলমে দ্বীন অর্জন ও সুন্নাতের প্রশিক্ষন গ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া অনেক ইতিকাফ কারী রমযানুল মুবারকের শেষে চাঁদ রাত থেকেই আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যায়। অসংখ্য ইসলামী বোনেরাও নিজ নিজ ঘরে "মসজিদে বায়ত তথা ঘরোয়া নামাযের স্থান" এ ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জন করে। অগনিত ইসলামী বোনেরা এদের সংস্পর্শে থেকে সুন্নাত এর প্রশিক্ষন গ্রহণ করে।

মদীনা: ইজতিমায়ী ইতিকাফ এর মাদানী বাহার পড়ার জন্য ফয়যানে সুন্নাত ১ম খন্ড এবং **"দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বাহারেঁ" মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা থেকে হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

ইসলামী বোনদের মাঝে মাদানী পরিবর্তন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ লক্ষ লক্ষ ইসলামী বোনেরাও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রক্ত ও ঘাম একাকার করে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বার্তাকে কবুল করে নিয়েছেন। ফ্যাশন পুজারী, অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনায় জর্জরিত সমাজে বেড়ে উঠা অসংখ্য ইসলামী বোন গুনাহের আপদ থেকে মুক্ত হয়ে উম্মাহাতুল মুমিনীন এবং শাহজাদী-এ-কাওনাইন বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ এর দিওয়ানা হয়ে গেছে। গলায় উড়না ঝুলিয়ে শপিং সেন্টার, নারী-পুরুষের অবাধে মেলামেশায় পরিপূর্ণ পার্কে ঘুরাফেরাকারী, নাইট ক্লাব ও সিনেমা হলের সৌন্দর্য্য বর্ধনকারীনীদেরকে কারবালার পবিত্র শাহাজাদীদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ শরম ও লজ্জাশীলতার ঐ বরকত নসীব হয়ে গেল যে, মাদানী বোরকা তাদের শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিনত হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য স্থানে শরয়ী পর্দা সহকারে ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হয়ে থাকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী মুন্নীদের এবং ইসলামী বোনদের ফ্রি কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য অনেক মাদ্‌রাসাতুল মদীনা এবং আলিমা বানানোর জন্য অসংখ্য জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে হাফিজা এবং মাদানীয়্যা আলীমা বেড়েই চলছে। মোট কথা, মাদানী কাজে ইসলামী ভাইদের তুলনায় ইসলামী বোনেরাও কোন ভাবে পিছিয়ে নেই।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

ইসলামী বোনদের মাসিক বিভিন্ন মাদানী কাজের কারকারদেগীর এক ঝলক

নমুনা স্বরূপ ১৪৩৩ হিজরীর মাদানী মাস রবিউন নূর শরীফের (ফেব্রুয়ারী ২০১২ খ্রীষ্টাব্দে) পাকিস্তানের মধ্যে চলমান মাদানী কাজের ইসলামী বোনদের **"মজলিশে মুশাওয়ারাত"** এর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কারকারদেগীর একটি ঝলক পেশ করা হলো। (১) ঘর দরস প্রায় ৫২,১৫৭ (২) প্রত্যেহ চলমান মাদরাসাতুল মদীনা (বালিগা তথা প্রাপ্ত বয়স্কাদের) এর সংখ্যা প্রায় ২,৬৪৫ এবং এতে অংশ গ্রহণ কারীণীদের সংখ্যা প্রায় ৩০,১৩৬। (৩) হালকা/ এলাকা পর্যায়ের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সংখ্যা প্রায় ৪,৫২১ আর এতে অংশগ্রহণ কারীনীর সংখ্যা প্রায় ১,১৫,১৭৫ জন। (৪) সাপ্তাহিক তরবিয়্যতী হালকার সংখ্যা প্রায় ৬,৩৭৫।

মেরী জিস কদর হে বেহনে, সবহী মাদানী বোরকা পেহনে,
হো করম শাহে যামানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

এই পরিবেশে নগন্যকে মহান করে দিলো দেখো!

বাবুল মদীনা (করাচীর) এক ইসলামী বোনের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: মা–বাবার পীড়া পিড়িতে তো আমি কুরআনে পাক হিফজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম বটে কিন্তু পরে তা পুনরাবৃত্তি করা ছেড়ে দিয়ে ছিলাম যার কারণে মা–বাবা অনেক চিন্তিত ছিলো। এমন মহান সৌভাগ্য অর্জন করার পরও আফসোস! আমার আমলের অবস্থা এমন ছিলো যে, নিয়মিত নামায আদায়ের ক্ষেত্রে উদাসীন ছিলাম।

www.dawateislami.net

নিত্য নতুন ফ্যাশন গ্রহণ করা এবং ফিল্মি গান শুনার এতই আগ্রহী ছিলাম যে, হেডফোন কানে লাগিয়ে অনেক সময় সারা রাত গান শুনেই কাটিয়ে দিতাম! টিভির ধ্বংসলীলা আমাকে খুব মন্দভাবে নিজের আওতায় ঘিরে রেখেছিলো। সুতরাং সিনেমা নাটক দেখার খুবই আগ্রহী ছিলাম। বিশেষ করে এক কণ্ঠ শিল্পীর গানের এতই ভক্ত ছিলাম যে, আমার বান্ধবীরা দুষ্টুমী করে বলতো, এ তো মৃত্যুর সময়ও ঐ কণ্ঠশিল্পীর কথা চিন্তা করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। শত কোটি আফসোস! যদি সেই কণ্ঠশিল্পীর কোন শো (প্রোগাম) দেখা সম্ভব না হতো তবে কেঁদে কেঁদে অবস্থা খারাপ হয়ে যেতো, এমনকি খাবার দাবার ছেড়ে দিতাম! মোটকথা এভাবেই আমার দিন রাত গুনাহে অতিবাহিত হতে থাকলো। আমার মামী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতো। তিনি আমাকে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দিতো কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করে দিতাম। তার লাগাতার ইনফিরাদি কৌশিশের ফলে অবশেষে আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো। ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান, **আল্লাহ্**র যিকির এবং অন্তরে আবেগ সৃষ্টিকারী দোয়া আমার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করলো। একজন হালকা যিম্মাদার ইসলামী বোন আমাকে অনেক স্নেহ করতো এবং আমাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করাতো। তার লাগাতার স্নেহ ও ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে আমার সংশোধনের দ্বার উন্মুক্ত হলো এমনকি আমি সিনেমা, নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনা সহ অন্যান্য গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলাম।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনে ভয়ে কেঁপে উঠতাম, যদি এভাবে গুনাহ করতে করতে আমার মৃত্যু এসে যায় তবে আমার কি অবস্থা হবে? এভাবে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব ও রিসালা পড়ে আমার দায়িত্ব বোধ জাগ্রত হলো এবং আমিও ইসলামী বোনদের সাথে মিলে মিশে নেকীর দাওয়াত প্রসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম যিম্মাদার ইসলামী বোন আমাকে যেই যিম্মাদারী দিতো আমি তা অত্যন্ত সুনিপুনভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করতাম। আর এভাবে মাদানী কাজ করতে করতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এ লিখাকালীন সময়ে আমি এলাকা মুশাওয়ারাতের খাদিমা (যিম্মাদার) হিসেবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ বাড়ানোর চেষ্টায় রত রয়েছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী** হাফেজ মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী আল মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه যার ছাত্রজীবনের ঘটনা হচ্ছে যে, তিনি কুরআনে পাকের সর্বমোট সাত মঞ্জিল হতে প্রতিদিন এক মঞ্জিল তিলাওয়াত করতেন আমিও তাঁর অনুসরণে প্রত্যেহ এক মঞ্জিল করে কুরআনে পাকের পূণরাবৃত্তি করে প্রতি সপ্তাহে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **হে আল্লাহ্!** আমাকে এই কাজে অটলতা ও স্থায়ীত্ব দান করো।

اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইস্তিকামত দ্বীন পর ইয়া মুস্তফা করদো আতা,
বেহরে খাব্বাব ও বিলাল ও আলে ইয়াসির ইয়া নবী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

মাদানী ইনআমাত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা–ফ্যাসাদের যুগে সহজভাবে নেক কাজ করা ও গুনাহ থেকে বাঁচার নিয়মাবলী সম্বলিত শরীয়াত ও তরিকতের সমন্বিত সমষ্টি "মাদানী ইনআমাত" প্রশ্নাবলী আকারে প্রদান করেছেন। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, ইলমে দ্বীন অর্জনকারী ছাত্রদের জন্য ৯২টি, ইলমে দ্বীন অর্জনকারী ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি এবং মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নিদের জন্য ৪০টি, খুসুসী তথা বিশেষ ইসলামী ভাইদের (বোবা, বধির) জন্য ২৭টি মাদানী ইনআমাত রয়েছে। অসংখ্য ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং ছাত্র–ছাত্রী এই মাদানী ইনআমাত মোতাবেক আমল করে প্রতিদিন একটি সময় নির্দিষ্ট করে "ফিক্‌রে মদীনা" তথা নিজের আমল পর্যবেক্ষণ করে পকেট সাইজ মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালায় দেয়া খালি ঘর পুরণ করে। এই মাদানী ইনআমাত'কে আপন করে নেওয়ার পর নেককাজ করা এবং গুনাহ্ থেকে বাচাঁর রাস্তায় যত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া ও অনুগ্রহে দূর হয়ে যায় এবং এর বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতের অনুসরণ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমানের হিফাযতের জন্য চিন্তা করার মন–মানসিকতা সৃষ্টি হয়। সকলের উচিৎ সচ্চরিত্রবান মুসলমান হওয়ার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা থেকে মাদানী ইনআমাতের রিসালা সংগ্রহ করা এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা (অর্থাৎ নিজের আমল পর্যবেক্ষণ) করে এতে দেওয়া খালি ঘর গুলো পূরন করা এবং হিজরী সন অনুযায়ী প্রত্যেক মাদানী মাস অর্থাৎ চন্দ্র মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যেই নিজ এলাকার মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস করে নেয়া।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

মাদানী ইনআমাত রিসালা পূরণকারীদের জন্য বড় সুসংবাদ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদানী ইনআমাত এর রিসালা পূরণকারী কিরূপ সৌভাগ্যবান তা এ **মাদানী বাহার** দ্বারা উপলব্দি করুন যেমন হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম, সিন্দ) এর এক ইসলামী ভাই শপথ সহকারে কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন, রজবুল মুরাজ্জাব ১৪২৬ হিজরীর এক রাতে স্বপ্নে আমার **মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের মহান সৌভাগ্য নসীব হলো। ঠোঁট মুবারক নড়াচড়া করে উঠলো এবং রহমতের ফুল বর্ষন হতে লাগলো, শব্দগুলো মিলে এভাবে বাক্য গঠিত হলো: যে এ মাসে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে মাদানী ইনআমাত সম্পর্কিত ফিক্‌রে মদীনা করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

মাদানী ইনআমাত কী ভী মারহাবা কিয়া বাত হে,
কুরবে হক কে তালিবোঁ কে ওয়াসতে সাওগাত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(ফয়যানে সুন্নাত, অধ্যায়-ফয়যানে রমযান, ১ম খন্ড, ১১৩৫ পৃষ্ঠা)

মাদানী মুযাকারা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সংস্পর্শ মূলত অনেক বড় নেয়ামত। তাঁর সংস্পর্শে থেকে উপকার অর্জনার্থে অগনিত ইসলামী ভাই বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত "মাদানী মুযাকারা" সমূহে বিভিন্ন রকমের যেমন আক্বীদা ও আমল, ফযিলত ও গুনাবলী, শরীয়াত ও তরীকত, ইতিহাস ও জীবনী, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, চারিত্রিক ও ইসলামী জ্ঞান,

www.dawateislami.net

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়াদি সহ আরো অগনিত বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকেন আর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদেরকে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ইশ্‌কে রাসূলে ভরা উত্তর প্রদান করে ধন্য করেন এবং আপন অভ্যাস অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে صَلُّوْ عَلَى الْحَبِيْب! এর হৃদয়গ্রাহী শ্লোগান দিয়ে উপস্থিত লোকদের দরূদ শরীফ পাঠ করার সৌভাগ্য প্রদান করে থাকেন।

রূহানী চিকিৎসা ও ইস্তিখারা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি বিভাগ "মজলিশে মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারিয়া" এর অধীনে দুঃখী অসহায় মুসলমানদের আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অনুমতি প্রাপ্ত তাবীযের মাধ্যমে 'ফি সাবিলিল্লাহ' (ফ্রি) চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া ইস্তিখারা করার ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রতিদিন হাজারো ইসলামী ভাই এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই পর্যন্ত মজলিশের পক্ষ থেকে প্রায় কয়েক লক্ষ তাবীয ও সমবেদনা, শুশ্রুষা এবং শান্তনা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এক হিসাব অনুযায়ী এ লিখাকালীন সময় পর্যন্ত মজলিশের পক্ষ থেকে পাকিস্তান জুড়ে প্রতিদিন তাবীযাতে আত্তারীয়্যার বস্তা তথা স্টল (ইসলামী ভাইদের) প্রায় ৬০০ স্থানে বসে, দেশের বাইরে প্রায় ১৫০ থেকে বেশী স্থানে, প্রতিমাসে রোগীর সংখ্যা প্রায় ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) মাসিক মাকতুবাতে আত্তারীয়া (হাতে হাতে, ডাকযোগে, নেট যোগে) ৬০,০০০ (ষাট হাজার)ও অধিক,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

মাসিক তাবীযাতে আত্তারীয়া ও বিভিন্ন ওযীফা প্রায় ৪ লাখের ও বেশী, তাবীযাতে আত্তারীয়ার বস্তা থেকে মাসে প্রায় ১০০ টিরও বেশী মাদানী কাফেলা (৩ দিনের) সফর করে এবং প্রায় ১০,০০০(দশ হাজার) নতুন ইসলামী ভাই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহন করে প্রতি মাসে প্রায় ২৬,০০০(ছাব্বিশ হাজার) এর বেশী সিলসিলা আলীয়া, কাদেরীয়া, রযবীয়া, আত্তারীয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হয়।

তাবীযাতে আত্তারীয়া সংগ্রহ করার জন্য ইসলামী ভাইদের উচিৎ নিজ শহরে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা এবং সেখানকার তাবীযাতে আত্তারীয়ার বস্তা (স্টল) থেকে তাবীয সংগ্রহ করা। তাবীযাতে আত্তারীয়ার অনেক বাহার রয়েছে। যেমন:-

মস্তিষ্কে টিউমার

সক্কর (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু) এর স্থানীয় এক ইসলামী ভাইয়ের শপথ করা বর্ণনা কিছুটা এরকম যে, আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তির ব্রেইন টিউমার হয়েছিলো। তার দু'বার অপারেশন হয়েছিলো। তার অবস্থা খুবই বেদনাদায়ক ছিল। ডাক্তাররাও অপারগতা প্রকাশ করে দিয়েছিল। কেউ তাকে তাবীযাতে আত্তারীয়া ব্যবহার করার পরামর্শ দিলো। কিন্তু রোগীর অবস্থা নৈরাশ্যজনক হওয়াতে পরিবারের লোকজন তেমন গুরুত্ব দিলো না। এক দিন তার ছোট ভাই মজলিশে মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়ার বস্তায় (স্টলে) উৎকণ্ঠিত অবস্থায় আসলো এবং কাঁদতে কাঁদতে বললো। "ভাইজানের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে গেছে।

www.dawateislami.net

মনে হচ্ছে, আজই ভাইজানের জীবনের শেষ রাত, তিনি কাউকেই চিনতে পারছেন না। শ্বাস-প্রশ্বাসও অস্বাভাবিক, কোন তাবীয দিন। মজলিশের ইসলামী ভাইয়েরা তাকে সান্তনা দিলেন: "আপনি নিরাশ হবেন না, **আল্লাহ্ তাআলা** আরোগ্য প্রদানকারী। আপনি এই তাবীযাতে আত্তারীয়া নিয়ে যান, এই তাবীযের বরকতে এরূপ অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করেছে যাদেরকে ডাক্তার কোন চিকিৎসা নাই বলে দিয়েছেন"।

দ্বিতীয় দিন তার ভাই আবারো তাবীযাতের বস্তায় আসলো তখন তার চেহারায় খুশির আমেজ দেখা যাচ্ছিলো। তিনি বললেন: "আমি ঘরে গিয়ে যখনই ভাইজানের মাথায় তাবীয বাধলাম তখনই পরিবারের সকলে হতবাক হয়ে গেলো কেননা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভাইজান (যাকে মনে হচ্ছিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে) চোখ খুলল। তিনি পরিবারের সবাইকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। তাকে ধরে বসিয়ে দেয়া হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তিনি খাবার খাওয়াও শুরু করে দিলেন। ২ দিন পর ব্রেইন টিউমারের রোগী ইসলামী ভাই নিজে পায়ে হেটে তাবীযাতে আত্তারীয়ার বস্তায় যিম্মাদারের সাথে সাক্ষাত করতে আসলেন এবং বললেন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি এখন ৭৫% ভাগ সুস্থতা বোধ করছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা: রূহানী চিকিৎসা (তাবীযাতে আত্তারীয়্যার) আরো মাদানী বাহার পড়ার জন্য "খওফ নাক বালা" "পুর আসরার কুত্তা" "সিংগওয়ালী দুলহান" "খোশ নসীব মরীজ" নামক রিসালা গুলো মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা থেকে হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

হাজীদের প্রশিক্ষণ

হজ্বের মৌসুমে হাজী ক্যাম্পে (**দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি বিভাগ "মজলিশে হজ্জ ও ওমরা" (**দা'ওয়াতে ইসলামী**)র ব্যবস্থাপনায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগগণ হাজীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। হজ্ব ও যিয়ারতে মদীনা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর পথ নির্দেশনার জন্য মদীনার মুসাফিরদেরকে হজ্বের কিতাব যেমন, **রফিকুল হারামাঈন, রফিকুল মু'তামিরীন** ইত্যাদি ফ্রি বন্টন করা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: "ছাত্ররা দেশ ও জাতীর মূল্যবান সম্পদ, ভবিষ্যতে এরাই জাতিকে পরিচালনা করবে, যদি এদেরকে শরীয়াত ও সুন্নাত অনুযায়ী প্রশিক্ষিত করা হয় তবে পুরো সমাজে খোদা ভীতি ও ইশ্‌কে রাসূলের প্রশান্তি বিরাজ করবে।" শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন- দ্বীনী মাদ্‌রাসা, স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও ছাত্রদের কে **প্রিয় আক্বা, মদীনা ওয়ালে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের আলোকে আলোকিত করার জন্যও মাদানী কাজ হচ্ছে। অসংখ্য ছাত্র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করে এবং মাদানী কাফেলায় সফরও করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ পার্থিব বিভিন্ন জ্ঞান অর্জনের আগ্রহী বে-আমল ছাত্র, নামাযী এবং সুন্নাতের অনুসরনে অভ্যস্থ হচ্ছে। ছুটির দিনগুলোতে দ্বীনি প্রশিক্ষনের জন্য "ফয়যানে কুরআন ও হাদীস কোর্স" এরও ব্যবস্থা করা হয়।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

জামেয়াতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে জামিয়াতুল মদীনার সর্ব প্রথম শাখা খোলা হয় ১৯৯৫ সালে নিউ করাচীর এলাকা মাদ্‌রাসাতুল মদীনা, গোদরা কলোনী (বাবুল মদিনা করাচী)র দ্বিতীয় তলায়। সময়ের প্রেক্ষিতে জামিয়াতুল মদীনার আরো শাখা বৃদ্ধি হয়েছে। দেশ ও বিদেশে এই পর্যন্ত (১৪৩৩ হিজরী) ২০২টি "জামেয়াতুল মদীনা" নামে জামেয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রায় ৯,২০৬ জন ইসলামী ভাইদের (প্রয়োজনে থাকা খাওয়ার সুবিধা সহ) "দরসে নিজামী"(আলিম কোর্স) এবং প্রায় ৩৭৬২ জন ইসলামী বোনদের "আলিমা কোর্স" ফ্রি শিক্ষা দেয়া হয়। আহলে সুন্নাতের মাদরাসার রাষ্ট্রীয় শিক্ষা বোর্ড তানযিমুল মাদারিস (পাকিস্তান) এর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় বহু বছর ধরে প্রায় প্রতি বছর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়ার ছাত্র ছাত্রীরা পাকিস্তান জুড়ে ভাল ফলাফল করে মেধা তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে আসছে। জামেয়াতুল মদীনা থেকে সমাপ্তি সনদ প্রাপ্ত ওলামাদের নামের সাথে "মাদানী" লিখা ও বলা হয়।

মাদরাসাতুল মদীনা

"মাদরাসাতুল মদীনা" নামে হিফয ও নাযেরার অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাকিস্তানে মাদরাসাতুল মদিনা (বালক ও বালিকা) র সংখ্যা এই পর্যন্ত প্রায় ১১০৮ টি এবং এতে ৭২, ০০০ (বাহাত্তর হাজার) মাদানী মুন্না ও মুন্নীকে ফ্রি হিফয ও নাযেরার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্ক)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে বিভিন্ন মসজিদে সাধারনত ইশার নামাযের পর হাজারো মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্কদের) এর ব্যবস্থা রয়েছে। যাতে প্রাপ্ত বয়স্ক ইসলামী ভাইয়েরা বিনা ফীতে সঠিক মাখরাজ সহকারে বিশুদ্ধভাবে হরফ আদায়ের মাধ্যমে কুরআনে পাক শিক্ষা অর্জন করে, দোয়া মুখস্থ করে, নিজের নামায পরিশুদ্ধ করে এবং সুন্নাতের শিক্ষা অর্জন করে থাকে।

হাসপাতাল

স্বল্প পরিসরে হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যাতে অসুস্থ ছাত্র এবং মাদানী কর্মচারীদের ফ্রি চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়, প্রয়োজনে রোগীদেরকে হাসপাতালে ভর্তিও করা হয় এছাড়া প্রয়োজন সাপেক্ষে বড় হাসপাতালের মাধ্যমেও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আন্তজার্তিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচীতে ১১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল রয়েছে যাতে উপযুক্ত চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

তাখাসসুস ফিল ফিক্হ (মুফতী কোর্স)

দা'ওয়াতে ইসলামীর এই গৌরবও অর্জন হয়েছে যে, "জামেয়াতুল মদীনাতে" দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করার পর বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামদের তত্ত্বাবধানে "তাখাসসুস ফিল ফিক্হ"ও করানো হয়।

www.dawateislami.net

যার শিক্ষাবর্ষ দুই বছর, যাতে অসংখ্য ওলামায়ে কিরাম ইফতা তথা ফতোওয়া দেয়ার প্রশিক্ষন নিচ্ছেন। এই কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য নিয়ম মাফিক টেষ্ট নেওয়া হয়। এতে শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্রদের সাথে ইজারা তথা চাকুরীর চুক্তি করা হয় যাতে সে আর্থিক চিন্তা মুক্ত হয়ে মুফতি কোর্স করতে পারে। বর্তমানে এই কোর্স জামেয়াতুল মদীনা, ফয়যানে মদীনা, বাবুল মদীনা করাচীতে করানো হয়। এতে প্রশিক্ষণ নেয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সম্পূর্ণ ৩০ খন্ড) বাহারে শরীয়াত (২০ অধ্যায়) অধ্যয়ন করার সাথে সাথে উর্দূতে প্রকাশিত আহলে সুন্নাতের মুফতীদের প্রদত্ত ফতোওয়ার অসংখ্য সংকলনও পড়া আবশ্যক হয়ে থাকে, সাথে সাথে যে মুফতিয়ানে কিরামদের তত্ত্বাবধানে ১২০০ ফতোওয়া লিখে নেয়, তাকে "মুতাখাসসিস ফিল ফিক্হ" এর সনদ দেয়া হয়। এরপর আরো ১৪০০ ফতোওয়া লিখার বিনিময়ে "নায়েবে মুফতি" পদ অর্জন হয় অতঃপর আরো ১৪০০ ফতোওয়া লিখার পর **দা'ওয়াতে ইসলামী** মজলিশে ইফতার অনুমতি সাপেক্ষে "মুফতী ও মুসাদ্দিক" (অর্থাৎ ফতোওয়া সত্যায়ন করার উপযুক্ত) বলে বিবেচিত করা হয়। এছাড়া এক বৎসরের তাখাসসুস ফিল ফুনুন ও তাওকীত এর কোর্সও হয়ে থাকে।

মজলিশ তাহকিকাতে শরীয়্যাহ

মুসলমানদের মাঝে আগত নিত্য নতুন সমস্যা সমাধানের জন্য "মজলিশ তাহকিকাতে শরইয়্যাহ" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ, ওলামা ও মুফতিয়ানে কিরাম দ্বারা গঠন করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দেশ ব্যাপী বিভিন্ন স্থানে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত মুফতিয়ানে কিরাম এবং ওলামায়ে আহলে সুন্নাত মুসলমানদের শরয়ী দিক নির্দেশনা প্রদানে সদা ব্যস্ত রয়েছে। এই পর্যন্ত পকিস্তানের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের ১০টি শাখা থেকে প্রতি মাসে প্রায় ৪৫,০০০ (পয়তাল্লিশ হাজার)ও অধিক উত্তর (যাতে ইন্টার নেটে প্রকাশিত ফতোওয়াও অন্তর্ভূক্ত) দারুল ইফতা থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। অধিকাংশ ফতোওয়া কম্পিউটারে কম্পোজ করে দেওয়া হয়। এছাড়াও হাজারো ইসলামী ভাই টেলিফোনের মাধ্যম ছাড়াও সরাসরি সাক্ষাৎ করে তাদের সমস্যার সমাধান নিয়ে নিজেদের কর্মকান্ডকে পবিত্র শরীয়াত অনুযায়ী পরিচালনা করার চেষ্টা করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই বিভাগের উত্তরোত্তর সাফল্য অব্যাহত রয়েছে।

ইন্টারনেট

দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন বিভাগের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে দুনিয়া জুড়ে ইসলামের বার্তা প্রসার করা হচ্ছে।

সরাসরি দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

দা'ওয়াতে ইসলামীর **website** এর মাধ্যমে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের নিকট সারা দুনিয়ার মুসলমানদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসিত মাসআলার সমাধান দেয়া হয়, কাফেরদের ইসলামের প্রতি সমালোচনার উত্তর প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

মাকতাবাতুল মদীনা

এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সহ অন্যান্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কিতাব সমূহ মূদ্রন শিল্পে সজ্জিত হয়ে লক্ষ লক্ষ কপি সর্ব সাধারনের হাতে পৌঁছিয়ে সুন্নাতের ফুলের সুবাস ছড়াচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** নিজস্ব প্রেসও প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়া সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং মাদানী মুযাকারায় লক্ষ লক্ষ ক্যাসেট এবং **VCD,s**ও সারা দুনিয়ায় পৌঁছে গেছে এবং পৌঁছানো হচ্ছে।

আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ্

"আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ" দা'ওয়াতে ইসলামীর ওলামা ও মুফতিয়ানে কিরাম كَثَّرَهُمُ اللهُ تَعَالٰى দ্বারা গঠিত যে বিভাগ শুধুমাত্র শিক্ষা, গবেষনা এবং প্রকাশনার কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। এ বিভাগের ছয়টি শাখা রয়েছে:

(১) আ'লা হযরতের কিতাব শাখা, (২) দরসী তথা মাদ্‌রাসার পাঠ্য কিতাব শাখা, (৩) আত্ম সংশোধন মূলক কিতাব শাখা, (৪) কিতাব পর্যবেক্ষণ শাখা, (৫) সংকলন শাখা, (৬) অনুবাদ শাখা।

"আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ"র সর্বপ্রথম প্রধান শাখা হচ্ছে ছরকারে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কিতাব গুলোকে বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী যথাসম্ভব সহজ ও সাবলীল ভাবে প্রকাশ করা।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

মজলিশে তাফতিশ কুতুব ও রাসায়িল

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ যতই প্রসার হচ্ছে ততই মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনি কিতাব পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমন এক সময় ছিলো যখন ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের লিখিত ইসলামী কিতাব কোন দ্বীনি মাহফিলে বড়জোর ২০/৩০ কপি বিক্রি হতো। আর এখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শত শত নয় বরং হাজারো সংখ্যক কপি বিক্রি হচ্ছে। নতুন মাকতাব তথা লাইব্রেরী খোলা হচ্ছে। নতুন নতুন লেখক আপন লিখিত কিতাব প্রকাশ করছে। সাম্প্রতিক ব্যবসায়ীক নীতি হচ্ছে যখন কোন জিনিস বাজারে খুব বেশি ক্রয় বিক্রয় হয় তখন সেটার গুনগত মানের দিকে লক্ষ্য না রেখে সংখ্যাগত পরিমাণ বৃদ্ধি করে দিয়ে খুব বেশী উপার্জনের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। এই অবস্থা কিতাব তথা বই পুস্তকের বেলায়ও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মুদ্রনগত বিশ্রী ধরণের ভূলত্রুটিতে পরিপূর্ণ কিতাবও ধুমধাম সহকারে বিক্রি হচ্ছে। এই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার প্রচেষ্টার একটি ধাপ হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি ভালবাসা পোষণকারী সুন্নীদের মাকতাব তথা লাইব্রেরী এবং নতুন লেখক ও সংকলকদের একটি বিশেষ অংশকে একত্রিত করে তাদের সাথে ভরপুর মাদানী পরামর্শ করা হলো এবং তাদেরকে অসর্তকতামূলক কিতাব ছাপানোর কারণে প্রসারিত সংগঠিতব্য গোমরাহী এবং গুনাহে জারীয়া তথা চলমান গুনাহের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। এতে তারা খুবই প্রভাবিত হলো। সুতরাং অসর্তকতামুলক কিতাব ছাপানোর কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রসারিত গোমরাহী এবং গুনাহে জারীয়ার মূলোৎপানের জন্য "মজলিশ তাফতিশ কুতুব ও রাসায়িল" প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা লেখক ও সংকলকদের কিতাব সমূহে আক্বীদাগত,

www.dawateislami.net

কুফরী তা ঈমান বিধ্বংসী বাক্যাবলী, চরিত্রগত, আরবী ইবারত এবং ফিকহী মাসআলা সম্পর্কিত বিষয়ে পর্যবেক্ষন করে সনদ জারী করে থাকে।

বিভিন্ন কোর্স

মুবাল্লিগদের প্রশিক্ষনের জন্য বিভিন্ন কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন- ৪১ দিনের মাদানী কাফেলা ও মাদানী ইনআমাত কোর্স, ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়তী কোর্স, ইমামত কোর্স এবং মুদাররিস কোর্স ইত্যাদি। ইশারা তথা সাংকেতিক ভাষায় নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর নিমিত্তে মুবাল্লিগদেরকে ইশারা তথা সাংকেতিক ভাষায় কথা ও বয়ান শিখানোর জন্য ৩০দিনের কুফ্লে মদীনা কোর্স এর ব্যবস্থা করা হয়, যাতে সাংকেতিক ভাষায় নাত, বয়ান, যিকর এবং দোয়ার পদ্ধতি শিখানো হয়।

ইছালে সাওয়াব

আপন মরহুম আত্মীয় স্বজনদের ইছালে সাওয়াবের জন্য তাদের নাম সহ মূদ্রন করে ফয়যানে সুন্নাত, নামাযের আহকাম, ইসলামী বোনদের নামায এবং অন্যান্য ছোট বড় কিতাব ও রিসালা বন্টন করার ইচ্ছুক ইসলামী ভাইয়েরা মাকতাবাতুল মদীনার সাথে যোগাযোগ করে থাকেন।

বিবাহ–শাদীর অনুষ্ঠানে স্টল

বিয়ে-শাদী বা অন্যান্য আনন্দ ও শোক প্রকাশ মূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট পরিবারের পক্ষ থেকে ফ্রি রিসালা এবং কিতাব বন্টন করার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার বস্তা তথা স্টল লাগানো হয়। এই সেবা মাকতাবাতুল মদীনার মাদানী কর্মচারীরাই করবে, আপনি শুধু যোগাযোগ করুন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

অনুবাদ মজলিশ

মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন কিতাব ও রিসালা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই পর্যন্ত প্রায় ৩৬টি ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে। (১) আরবী **ARABIC** (২) ফারসী **PERSIAN** (৩) ইংরেজী **ENGLISH** (৪) ফ্রান্স **FRENCH** (৫) সোয়াহিলি **SWAHILI** (৬) তামিল **TAMIL** (৭) সিংগালা **SINGLA** (৮) চাইনিজ **CHINIESE** (৯) হিন্দি **HINDI** (১০) গুজরাটী **GUJARATI** (১১) কোরেওল **CREOL** (১২) জার্মান **GERMAN** (১৩) স্পেনিশ **SPANISH** (১৪) রাশিয়ান **RUSSIAN** (১৫) বাংলা **BANGLA** (১৬) হাওসা **HAUSA** (১৭) পাস্তু **PUSHTO** (১৮) ডেনিশ **DANISH** ইত্যাদি

ভিনদেশে ইজতিমা

পৃথিবীর অনেক দেশে সুন্নাতে ভরা ইজতিমার ব্যবস্থা করা হয়, যেখানে অসংখ্য স্থানীয় ইসলামী ভাইয়েরা অংশগ্রহণ করে, আর এই ইজতিমা গুলোর বরকতে বিভিন্ন সময়ে অমুসলিম মুসলমান হয়ে যায়, এসব ইজতিমা থেকে হাতো হাত তথা ইজতিমা সমাপ্তির পরপরই **আল্লাহ্ তাআলার** রাস্তায় মাদানী কাফেলাও সফর করে থাকে।

তরবিয়্যতী ইজতিমা

দেশে বিদেশে যিম্মাদারদের (**দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল) জন্য ২/৩ দিনের তরবিয়্যতী ইজতিমার ব্যবস্থা করা হয়।

www.dawateislami.net

যাতে হাজার হাজার যিম্মাদার অংশগ্রহণ করে মাদানী কাজকে আরো সুচারু রূপে করার সংকল্পবদ্ধ হয়ে ফিরে যায়।

দা'ওয়াতে ইসলামী কী কাইয়ুম, সারে জাহাঁ মে মাছ জায়ে ধুম,
ইস পে ফিদা হো বাচ্চা বাচ্চা, ইয়া আল্লাহ্ মেরী ঝুলি ভরদে।

মাদানী চ্যানেল

মহল্লায় যদি কোন অগ্নিপুজারী হোটেল খুলে বসে তবে প্রত্যেককে এটা বুঝানো কষ্টসাধ্য বিষয় হবে যে, এই কাফির থেকে মাংস বা মাংস জাতীয় কোন খাদ্য কিনে খাবেন না কেননা এটা গুনাহ্ ও হারাম। এর উপযুক্ত সমাধান হচ্ছে, ঐ মহল্লায় মুসলমানের কোন হোটেল খোলা। যদি এরূপ করা যায় তবে এখন বুঝানো সহজ হবে যে, ওখানে খেয়োনা এখানে খাও। অনুরূপভাবে **T.V**'র ব্যাপারটাও, সম্ভবত আজ এমন কোন ঘর খুজে পাওয়া যাবেনা যেখানে **T.V** নাই এবং সকল বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমান এটা জানে যে, সমাজের এই অধঃপতনের জন্য টিভিই অন্যতম দায়ী! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগগণ টিভির ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে অনেক প্রচার প্রচারণা চালিয়েছেন কিন্তু যথাযথ সফলতা আসেনি। কেননা প্রতি হাজারে নয় শত নিরান্নব্বই (৯৯৯) জনই **T.V** টেলিভিশন প্রেমী, আর এর অধিকাংশই দুনিয়া ও অখিরাতের উন্নতি ও অবনতির তোয়াক্কা না করেই **T.V** দেখতে ব্যস্ত। **T.V**' দেখার প্রতি পাগলসম আকর্ষনের কারণে শয়তান তাদের আচার আচরনের পাশাপাশি ইসলামী নিয়মনীতির উপরও আক্রমন চালিয়ে যাচ্ছে। ইবলিশের এ ষড়যন্ত্রের পথ ধরে ইসলামী বেশ ভূশা ধারন করে কিছু লোক ইসলামকে আধুনিকভাবে উপস্থাপনের জঘন্য অপচেষ্টা করছে।

www.dawateislami.net

ইসলামের মূল ভিত্তি মুসলমানের অন্তর থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। যদি আমরা মসজিদে **T.V**'র ধ্বংসলীলা সম্পর্কে বয়ান করেও থাকি তবে প্রথমত বড়জোড় ৫% ভাগ মুসলমান হয়তো নামায পড়তে আসে, এদের মধ্যে হয়তো দু এক জনই ধর্মীয় বয়ান শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাছাড়া ইসলামী বোনদেরকে কে বয়ান শুনাবে? যদি কিতাবাদি ছাপানোও হয় তবে দ্বীনি কিতাব পাঠকারীর সংখ্যা হতাশাজনক ভাবে কম! এই হতাশাময় পরিস্থিতিতে এ বিষয়টি তীব্রভাবে অনুভব হলো যে, মুসলমানদের সংশোধনের পরিধি যদি কেবল মসজিদ এবং ইজতিমা ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ রাখা হয় তবে উম্মতের এক বিরাট অংশ পর্যন্ত আমাদের এ বেদনাময় বার্তা পৌছানোই সম্ভব হবেনা আর শয়তানী শক্তি একতরফা ভাবে তাদের বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে মুসলমানকে গোমরাহ করতেই থাকবে। সর্বাধিক ধারনা এটাই যে মুসলমানদের ঘর থেকে **T.V** বের করা অসম্ভব, ব্যাস! একটি উপায়ই দৃষ্টিগোচর হলো আর তা হচ্ছে যেভাবে সমূদ্রে ঢল আসলে সেটার গতি পথ ক্ষেত খামারের দিকে করে দেয়া হয়, যাতে ক্ষেত খামারেরও পানি সেচ হয়ে যায় এবং বাড়ী ঘরও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। ঠিক এই পদ্ধতিতে **T.V**'র মাধ্যমেই মুসলমানের ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করা হোক এবং গুনাহ্ ও গোমরাহীর বন্যা সম্পর্কে সতর্ক করা হোক সুতরাং যখন এ বিষয়টি অনুধাবন হলো যে, নিজস্ব টিভি চ্যানেল খুলে সিনেমা, নাটক, গান, বাজনা, সংগীতের সুর এবং নারী প্রদর্শনী থেকে বেঁচে ১০০% ইসলামী বিষয়াদী প্রচার করা সম্ভব তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শুরা অনেক কষ্টের বিনিময়ে রমজানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী (২০০৮ খ্রীষ্টাব্দে) থেকে **মাদানী চ্যানেলে**র মাধ্যমে ঘরে ঘরে সুন্নাতের বার্তা পৌছাঁনো শুরু করলেন এবং দেখতে দেখতেই এর বিস্ময়কর মাদানী ফল আসতে লাগলো।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সাআদাতুদ দা'রাঈন)

নিঃসন্দেহে এর বরকত তো বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে, যতক্ষন পর্যন্ত মাদানী চ্যানেল ঘরে বা অফিসের **T.V** তে অন থাকবে অন্তত ততটুকু সময় তো মুসলমানরা অন্যান্য গুনাহে ভরা চ্যানেল থেকে বেচেঁ থাকবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের আশার অধিক মাদানী চ্যানেল সফলতা অর্জন করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিদিন অসংখ্য মোবারক বাদ এবং উৎসাহ ব্যঞ্জক পত্র আসছে। এই পত্র গুলোর মধ্যে এরূপ কথাও থাকে যে, আমি মাদানী চ্যানেল দেখে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিয়েছি, আমি নামাযী হয়ে গেছি এবং সুন্নাতের অনুসরণে অভ্যস্থ হচ্ছি, বরং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কাফেরদের ইসলাম গ্রহনেরও খবর পাওয়া যাচ্ছে। প্রমাণ স্বরূপ মাদানী চ্যানেলের ৩টি বাহার পেশ করা হলো:

(১) অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর)এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরকম যে, আমাদের এলাকায় একটি ওয়ার্কশফ ছিলো। তাতে একটি **T.V**ও রাখা ছিলো যেখানে কারিগররা বিভিন্ন চ্যানেল দেখতো। ১৪২৯ হিজরীর (২০০৮ খ্রীষ্টাব্দে) রমযানুল মুবারাক মাসে যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী চ্যানেল শুরু হলো তখন তারা কিছুটা এরূপ হয়ে গেলো সে, অন্যান্য চ্যানেলের পরিবর্তে এখন তারা মাদানী চ্যানেল দেখতে লাগলো এই কারিগরদের মাঝে একজন অমুসলিম যুবকও ছিলো, সেও মাদানী চ্যানেলের মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানগুলো আগ্রহ সহকারে দেখতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শুধুমাত্র ৩ দিন দেখার পর সে বলতে লাগলো, আমি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাদাসিধে আচরনে মুগ্ধ হয়েছি অতঃপর সে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

কুফর কি এওয়াঁ মে মাওলা ঢাল দে ইয়ে ঝলঝলা,
ইয়া ইলাহি! তা আবাদ জারী রহে ইয়ে সিলসিলা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) এখন আমার গুনাহে ভরা চ্যানেল দেখতে লজ্জাবোধ হয়

দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগার বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: এক ইসলামী বোন, তার সন্তান ও সন্তানদের বাবা مَعَاذَاللهعَزَّوَجَلَّ **(আল্লাহ্ তাআলা**র পানাহ) গুনাহে ভরা টিভি চ্যানেল দেখার উন্মাদ পর্যায়ের ভক্ত ছিল, সকালে ঘুম থেকে উঠতেই **T.V** অন করে দেয়া হতো আর গান বাজনা ও দূর্ভাগা ও নির্লজ্জ নারীদের নাচের দৃশ্য শুরু হয়ে যেতো। বাচ্চারাও স্কুল থেকে এসেই **T.V**তে লজ্জাকর দৃশ্য দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **১৪২৯** হিজরী(২০০৮ খ্রীষ্টাব্দে) রমযানুল মুবারাক মাস যখন আপন বরকত দান করছিল তখন সাথে আরো একটি বরকত **"মাদানী চ্যানেল"** রূপে প্রকাশ পেল। যা আশিকানে রাসূলের অন্তরকে শীতল করে দিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ঐ ইসলামী বোনের ঘরে যেখানে সবসময় গুনাহে ভরা চ্যানেল দেখা হতো সেখানে এখন সর্বদা **"মাদানী চ্যানেল"** চালু হয়ে গেলো। তার সন্তানের বাবার ভাষ্য হলো : এখন যখন অন্য কোন গুনাহে ভরা চ্যানেল পরিবর্তন করি তখন আমার লজ্জা অনুভব হয়, কেননা আমি আত্তারী এবং আমার পীর ও মুর্শিদ মাদানী চ্যানেল উপবিষ্ট রয়েছেন আর এই অবস্থায় এখন আমি কোন বাজে চ্যানেল কিভাবে দেখবো!

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

মাদানী চ্যানেল কী মুহিম হে নফসও শয়তান কী খেলাফ
জুভি দেখে গা করে গা اِنْ شَاءَاللّٰه **ই'তিরাফ**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) মদের আড্ডার দোকান বন্ধ করে দিলো

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরকম, আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি বিলিয়ার্ড ক্লাব খুলেছে যার আড়ালে মদ বিক্রি ও অশ্লীল ফিল্ম দেখানোর ব্যবসাও করতো। যখন রমযানুল মুবারাক ১৪২৯ হিজরী (২০০৮) **T.V**তে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী চ্যানেলে ভাবাবেগপূর্ণ সিলসিলা (অনুষ্ঠান) দেখলো তখন সে এতই প্রভাবিত হলো যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সে মদ ইত্যাদির ব্যবসা থেকে তাওবা করলো এবং দুই দিনের মধ্যেই বিলিয়ার্ড ক্লাব বন্ধ করে দিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা: মাদানী চ্যানেলের আরো মাদানী বাহার পড়ার জন্য "খ্রীষ্টান কা কবুলে ইসলাম" নামক রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা থেকে হাদীয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে নিন।

মাদরাসাতুল মদীনা (অনলাইন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শাওয়ালুল মুকাররাম ১৪৩২ হিজরী অনুযায়ী ২০১১ সালে "মজলিশ মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন" এর কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

এই বিভাগের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইসলামী ভাই ইন্টারনেটের মাধ্যমে না শুধু সঠিক মাখারিজ অনুযায়ী ফী সাবীলিল্লাহ্ কুরআন পাক পড়তে শিখে বরং তাদের ইসলামের মৌলিক জ্ঞান ওযু, গোসল, তায়াম্মুম নিজের নামায, যাকাত, রোযা এবং হজ্ব এর বিভিন্ন শরয়ী হুকুম আহকাম শিখানোর ব্যবস্থাও রয়েছে।

দারুল মদীনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দারুল মদীনা নামে ২৫ সফরুল মুযাফফর ১৪৩২ হিজরী অনুযায়ী ২০১১ সালে আরো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে; উম্মতে মুস্তফার নতুন প্রজন্মকে সুন্নাতের সাজে সাজিয়ে ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামী'র ৮টি মাদানী ফুল

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে।

মদীনাঃ (১) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামিয়্যাত তথা ইসলামী দর্শনকে দুনিয়ার লোকদের কাছে এভাবে পৌছানো যে, মুবাল্লিগরা নিজেরাও সুন্নাতের সাজে সুসজ্জিত থাকবে এবং বিতর্কিত বিষয়গুলোর প্রতিউত্তর উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের উপর ন্যস্ত করে (তবলীগ) প্রচার ও প্রসারের কাজ করতে থাকা।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

মদীনা: (২) ইসলামিয়াত তথা ইসলামী দর্শন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ সকল বাণী এবং কর্ম যার উপর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবুল হাসান আশআরী, সায়্যিদুনা ইমাম আবু মানসূর মাতুরিদী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا যার শিক্ষা দিয়েছিলেন। ছরকারে বাগদাদ, হুযুর গাউছে পাক হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী, ছরকারে গরীবে নেওয়াজ, হুযুর সায়্যিদুনা খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি, হুযুর সায়্যিদুনা শায়খে বাহাউল হক ওয়াদ্দীন নকশবন্দী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ যার প্রকৃত অনুসারী ছিলেন। ওলামায়ে আহলে সুন্নাত যেমন রদ্দুল মুখতার প্রনেতা, খাতেমুল ফুকাহা, সায়্যিদুনা শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মদ আমীন উদ্দীন ইবনে আবেদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه সায়্যিদুনা শাহ মুল্লা জীবন হিন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه সায়্যিদুনা শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه প্রমূখগণ যার প্রবক্তা ছিলেন, বিশেষত: আমার ওলিয়ে নেয়ামত, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আযিমুল বারাকাত আযিমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামীয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইসে খাইর ও বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিজ আল ক্বারী শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه যিনি তাঁদের ব্যাখ্যা সমূহকে নিজের লিখনী দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন

www.dawateislami.net

এবং তা **"মুতামাদুল মুসতানাদ, তামহীদুল ঈমান** এবং **হুস্‌সামুল হারামাঈন"** ইত্যাদি কিতাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

মদীনা: **(৩)** সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন আ'লা হযরতের মাসলককে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরবে। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মাসলাক তাই যা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং পূর্ববতী নেককার বুযুর্গানে কিরামদের رَحِمَهُمُ السَّلَام মাসলক ছিলো। অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলার** একত্ববাদকে বিশ্বাস করে তাঁর বন্দেগী করা এবং **শাহান শাহে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর প্রেরিত সত্যিকার এবং শেষ রাসূল হিসেবে মান্য করা। এছাড়া **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم এর মুহাব্বত ও মহানত্বকে সম্পূর্ণ রূপে ধারণ করা। জরুরিয়াতে দ্বীন তথা দ্বীনের অকাট্য বিষয়াবলীর কোনটিকে অস্বীকার না করা, তাছাড়া **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরামগণের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُم অবজ্ঞা ও অবমাননা থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিরত থাকা এবং বেয়াদবদের থেকে দূরত্ব ও ঘৃনা পোষণ করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

মদীনা: **(৪)** ইসলামে সত্যিকার ওলামাদের অনেক গুরুত্ব রয়েছে এবং তারা ইল্‌মে দ্বীনের কারণে সাধারণ মুসলমানের চেয়ে উত্তম। গায়রে আলিম তথা আলিম নয় এমন ব্যক্তির তুলনায় আলিমের ইবাদতের সাওয়াবও বেশী। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ বিন আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত রয়েছে: "আলিমের দু'রাকাত নামায আলিম নয় এমন ব্যক্তির সত্তর রাকাতের চেয়ে উত্তম। (কানযুল উম্মাল, ১০ম খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা) তাই **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাথে সম্পৃক্ত সকল ইসলামী ভাই বরং সকল মুসলমানের জন্য জরুরী যে,

www.dawateislami.net

ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের বিরোধিতা না করা, তাঁদের আদব ও সম্মান প্রদর্শনে উদাসিনতা না করা। ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের অবজ্ঞা করা থেকে একেবারে বিরত থাকুন। শরয়ী অনুমতি ছাড়া তাদের চরিত্র এবং আমলের সমালোচনা করে গীবতের মতো কবিরা গুনাহ্, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ করবেন না। হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাফস আল কবির رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "যে ব্যক্তি কোন আলিমের গীবত করলো তবে কিয়ামতের দিন তার চেহারায় লিখা থাকবে এ ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত থেকে নৈরাশ।" (মুফাশাফাতুল কুলুব, ৭১ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত **"আলিম দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ্ তাআলার দলিল ও প্রমাণ, সুতরাং যে ব্যক্তি আলিমের দোষ অন্বেষন করলো সে ধ্বংস হয়ে গেল।"** (কানযুল উম্মাল, ১০ম খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) আমার আক্বা আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "তার (অর্থাৎ আলিমের) ভূল ত্রুটি বের করা হারাম, তাদের উপর অভিযোগ করা হারাম তাদের মাধ্যমে দ্বীনের দিক নির্দেশনা নেয়া থেকে দূরে থাকা এবং মাসআলা মাসাইল জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে উপকৃত হওয়া থেকে বিরত থাকা তাদের জন্য বিষ সমতুল্য। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৭১১ পৃষ্ঠা) ঐসমস্ত অজ্ঞ লোকদের ভয় করা উচিৎ যারা কথায় কথায় ওলামায়ে কিরামের ব্যাপারে মানহানিকর বক্তব্য দিয়ে থাকে। যেমন- ভাই একটু বেঁচে থাকবেন "আল্লামা সাহেব" আলিমগণ লোভী হয়ে থাকে, আমাদেরকে হিংসা করে, আমাদের কারণে আজ এদের কোনই দাম নেই, বাদ দাও এসব মৌলভীকে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

(مَعَاذَ الله **আল্লাহ্ তাআলার** পানাহ অনেকে আলিমদেরকে অবজ্ঞা করে বলে) "এসব মোল্লা লোক" আলিমগণ (مَعَاذَ الله **আল্লাহ্ তাআলার** পানাহ) সুন্নিয়তের কোন কাজই করেনি। (অনেক সময় ঘৃনার বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয়) "অমুকের বয়ানের ধরণতো মৌলভীদের মতো ইত্যাদি ইত্যাদি। আলিমদের অবজ্ঞা করার বিভিন্ন ধরণ ও তাদের ব্যাপারে শরীয়াতের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "যদি আলিমে দ্বীনের এজন্য সমালোচনা করে যে, তিনি তো "আলিম" তবে তা অকাট্য কুফরী এবং যদি ইলমের কারণে তার সম্মান করা ফরজ মনে করে কিন্তু কোন পার্থিব শত্রুতার কারণে সমালোচনা করে, গালি দেয়, অপমান করে তবে সে বড় ফাসিক ও গুনাহগার আর যদি বিনা কারণে ঘৃনা পোষন করে তবে সে হৃদয়ের রোগী এবং অপবিত্র অন্তরের অধিকারী এবং তার (অর্থাৎ অযথা ঘৃনা পোষণ কারীর) কুফরী করার আশংকা রয়েছে।

"সারকথা হচ্ছে مَنْ اَبْغَضَ عَالِمًا مِّنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ خِيْفَ عَلَيْهِ الْكُفْر অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকাশ্য কোন কারণ ব্যতিত আলিমে দ্বীনের প্রতি ঘৃণা পোষন করে তবে তার জন্য কুফরী করার আশংকা রয়েছে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০তম খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা, মাকতাবা এ রযবীয়া, করাচী)** শরীয়াতে, ওলামায়ে দ্বীনদের অবমাননা করার কিছু কুফরী বাক্য ও ধরণের উদাহরন পেশ করা হচ্ছে, যদি কেউ مَعَاذَ الله عَزَّ وَجَلَّ **আল্লাহ্ তাআলার** পানাহ! অতীতে নিজের কোন কথায় বা কাজে আলিমে দ্বীনের ইলমে দ্বীনের কারণে অবমাননা করে থাকেন তবে তাওবা ও ঈমান নবায়ন করে নিন, বিবাহিত হলে বিবাহ নবায়ন করে নিন আর কারো মুরীদ থাকলে বাইয়াতও নবায়ন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

- শরীয়াতে মানহানী করা কুফরী, উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি বলে, আমি শরীয়াত তরীকত জানি না অথবা কাউকে কোন সচেতন আলিমের দ্বীনের ফতোওয়া পেশ করা হলো তখন সে বললো: আমি ফতোওয়া মানি না বা ফতোওয়া মাটিতে ছুড়ে মারলাম। (সংক্ষেপিত বাহারে শরীয়াত, ৯ম অংশে, ১৭২ পৃষ্ঠা)
- "মৌলভী লোকেরা কি জানে" এই (বাক্যটিতে) অবশ্যই ওলামায়ে কিরামের অবমাননার প্রকাশ হয়েছে আর ওলামায়ে দ্বীনের অবমাননা করা কুফরী। (ফতোওয়া রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা)
- যে বলবে: মৌলভীরা সবাই বদমাশ অর্থাৎ সব ওলামাদের খারাপ বলা তবে তার উপর কুফরের হুকুম বর্তাবে। (ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা)
- আলেম লোকেরা দেশ নষ্ট করে দিয়েছে "এই বাক্যটি কুফরী।"

(ফতোওয়া রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপিত)

- এরূপ বলাও কুফরী যে; মৌলভীরা দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।
- এরূপ বলা: "দ্বীনতো **আল্লাহ্ তাআলা** সহজ করে পাঠিয়ে ছিলো মৌলভীরা কঠিন করে দিয়েছে" এটাও কুফরী। কেননা, "اَلْاِسْتِخْفَافُ بِالْاَشْرَافِ وَالْعُلَمَاءِ كُفْر" অর্থাৎ সৈয়দজাদা (তথা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশধর) ওলামায়ে কিরামদের অবজ্ঞা ও অবমাননা করা কুফরী।" (মাজমাউল ইনহারিজ, ২য় খন্ড, ৫০৯ পৃষ্ঠা)
- যারা বলে: ওলামারা যা ইলম শিখায় তা শুধুমাত্র কিচ্ছা কাহিনী কিংবা মনগড়া বিষয় বা শুধুমাত্র ধোকা, অথবা বলল যে, আমি হিলার জ্ঞানের পরিপন্থি অর্থাৎ শরীয়াতকে হিলা বলা, এ সকল বাক্য কুফরী।

(ফতোওয়ায়ে আলিমগিরী, ২য় খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)

- যারা বলে: "ইলম দিয়ে কি করবো পকেটে টাকা থাকা চাই" এরূপ বাক্য বলার উপর কুফরের হুকুম বর্তাবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

❁ কেউ কোন আলিমকে বললো: "যাও আর ইলমকে কোন পাত্রে যত্ন করে রাখো।" এটা কুফরী (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী ২য় খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা)

মনে রাখবেন! সম্মান শুধুমাত্র ওলামায়ে আহলে সুন্নাতেরই করা যাবে, বাকী রইলো বদ মাযহাব ওলামা (অর্থাৎ অসৎ ওলামা) তাদের ছায়া থেকেও দূরে থাকুন কেননা এদের সম্মান করা হারাম। তাদের বয়ান শ্রবণ করা, তাদের কিতাব পড়া এবং তাদের সঙ্গ অবলম্বন করা হারাম এবং ঈমানের জন্য বিষাক্ত ছোবল।

মদীনা: (৫) আহলে সুন্নাতের অনুষ্ঠান সমূহ আমাদের পরিচিতি সুতরাং এগুলো উৎযাপন করাতে অলসতা করবেন না। যেমন-

(ক) রবিউননুর শরীফে ধুমধামের সাথে জশ্নে বিলাদত উদযাপন করুন। নিজের বাড়িতে এবং দোকানে প্রথম ১২ দিন লাইটিং এবং পুরো মাস (গাড়ীতেও) সবুজ পতাকা উড়ানো। নিজ এলাকার মসজিদ ও মহল্লা ইত্যাদিতেও বৈদ্যুতিক মরিচা বাতি ও সবুজ পতাকা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে নিন, বিলাদতের রাতে (রবিউল নুর শরীফের ১২ তারিখ রাতে) ইজতিমায়ে যিকর ও নাতে অতিবাহিত করার পর সবুজ পতাকা হাতে নিয়ে দাড়িয়ে ঠিক সোবহে সাদিকের সময় সালাত ও সালাম পড়ে বসন্তের প্রভাতের স্বাগতম জানান। ১২ রবিউল নুর শরীফ অর্থাৎ **ঈদে মিল্লাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দিনে মারহাবা মারহাবা শ্লোগানে জুলুশে মিলাদ বের করুন।

(খ) ঈদে মেরাজুন্নবী عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام খোলাফায়ে রাশেদীনগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ওরস, বাৎসরিক গেয়ারভী শরীফ এবং রযা দিবস উপলক্ষ্যে ২৫ সফরুল মুযাফফর ইজতিমায়ে যিকর ও নাতের ব্যবস্থা করুন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

(গ) আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى উরশের সময় মাজারের পাশের মসজিদে মাদানী কাফেলা পাঠানোর ব্যবস্থা করুন এবং জাদওয়াল অনুযায়ী সেখানকার যেয়ারত কারীদের মাঝে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগান এবং সাহিবে মাজারের বরকত অর্জন করুন।

মদীনা: (৬) সকল **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের উচিৎ কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা, নিজ দেশের ইনতিযামী কাবীনা এবং নিজ এলাকার মজলিশে মুশাওয়ারাত এমনকি আপনার এলাকা যেলী মুশাওয়ারাতের নিগরানের শরীয়াতের গন্ডির মধ্যে থেকে আনুগত্য করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করতে থাকা।

মদীনা: (৭) শয়তান গীবত করিয়ে দ্বীনের কাজে অনেক ক্ষতি সাধন করে থাকে। সুতরাং যদি কোন ইসলামী ভাইয়ের দোষ ত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তবে শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া অন্যের কাছে প্রকাশ করে গীবতের মতো কবীরা গুনাহ্ না করে সাম্ভাব্য অবস্থায় তাকে একাকিভাবে নম্রতার সাথে সরাসরি বুঝান। যদি সফল না হন তবে নিরবতা অবলম্বন করুন এবং তার জন্য দোয়া করতে থাকুন। হ্যাঁ! যদি দ্বীনি কাজে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তবে একা বা লিখে আপনার এলাকার "যেলী মুশাওয়ারাতের নিগারানে"র সহযোগিতা নিন যদি তিনি সমাধানের যোগ্যতা রাখেন নতুবা শরীয়াতে চাহিদা পূরন সাপেক্ষে আরো আগে যেমন- হালকা নিগরান তাও সম্ভব না হলে "এলাকায়ী মুশাওয়ারাতে"র নিগরান অতঃপর "শহর মুশাওয়ারাতে"র নিগরান অতঃপর "ডিভিশন নিগরান" অতঃপর আপনার "দেশের ইনতিযামী কাবীনা"র নিগরান এর সাথে যোগাযোগ করুন।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! যদি আপনি শরীয়াতের অনুমতি ব্যতিত একজন লোককেও বলেন চাই সে যত বড় যিম্মাদার হোক উক্ত ইসলামী ভাইয়ের দোষ বর্ণনা করে থাকেন তবে গুনাহের কাজ হয়ে গেলো আর যদি আপনার কারণে সেই কথা প্রসার হয়ে যায় এবং এলাকায় সাংগঠনিক সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং সুন্নাতের মাদানী কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে আপনার কাঁধে দ্বীনের কাজে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার অভিযোগ এবং কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবেন।

মদীনা: (৮) সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ইত্যাদিতে বয়ান করার দু'টি ধরণ হবে।

(ক) ঐ সকল মুবাল্লিগ যারা জ্ঞান ও আমলে উত্তম পর্যায়ের এবং দ্বীনের প্রসারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযুক্ততা রাখে (যেমন দরসে নিজামী করে নিয়েছে, এছাড়া অধ্যায়নও করে থাকে, সাথে সাথে মুখস্থ শক্তিও মজবুত এবং শরয়ী ভূল করে না) তাদের মুখস্থ বয়ান করার অনুমতি রয়েছে।

(খ) ঐ সকল মুবাল্লিগ যারা জ্ঞান গরিমায় উপযুক্ত নয় তারা ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কিতাব থেকে প্রয়োজনানুযায়ী কপি করে নিজের ডাইরীতে লাগিয়ে তা দেখে দেখে হুবহু বয়ান করবে।

ইয়া রব্বে মুহাম্মদ! বেহরে রয়া, আত্তার কি হো মাকবুল দোয়া,
হার "দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালা" সুন্নাত কা আলম লেহরাতা রাহে।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এক নজরে দা'ওয়াতে ইসলামীর কতিপয় বিভাগ

(১) মাদানী ইনআমাত, (২) মাদানী কাফেলা, (৩) বহির্বিশ্ব মজলিশ, (৪) মাদানী তরবিয়্যত গাহ, (৫) সাপ্তাহিক ইজতিমা মজলিশ, (৬) বহির্বিশ্বের তরবিয়্যাতি ইজতিমা মজলিশ, (৭) ইজতিমায়ি তথা সম্মিলিত ইতিকাফ (পবিত্র রমযান মাসে ৩০, ১০ দিন),

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

(৮) হজ্ব ও ওমরা মজলিশ, (৯) মাদানী মুযাকারা, (১০) জামেয়াতুল মদীনা (বালক), (১১) জামেয়াতুল মদীনা (বালিকা), (১২) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (বালক), (১৩) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (খন্ডকালীন), (১৪) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা কোর্স, (১৫) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (বালিকা), (১৬) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্ক), (১৭) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (অনলাইন), (১৮) দারুল মদীনা (বালক), (১৯) দারুল মদীনা (বালিকা), (২০) দারুল মদীনা (স্কুল), (২১) দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত, (২২) আল মদীনা লাইব্রেরী, (২৩) তাখাসসুছ ফিল ফিকহ্, (২৪) মজলিশে ইলাজ তথা চিকিৎসা মজলিশ, (২৫) মজলিশে তাওক্বীত তথা (নামাযের) সময় নির্ণয়কারী মজলিশ, (২৬) মজলিশ কারকারদেগী ফরম ও মাদানী ফুল, (২৭) বিভিন্ন কোর্স (মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স, কুফলে মদীনা কোর্স, মাদানী ইন্‌আমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স ইত্যাদি), (২৮) আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ, (২৯) মজলিসে তারাজিম তথা অনুবাদ মজলিশ, (৩০) মাকতাবাতুল মদীনা, (৩১) মাকতাবাতুল মদীনার বস্তা (স্টল), (৩২) মাদানী চ্যানেল, (৩৩) মজলিশ আই.টি, (৩৪) মুভি রিলে মজলিশ (বয়ান ইত্যাদির ভি.সি.ডি), (৩৫) শোবায়ে তালিম তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভাগ, (৩৬) শোবায়ে তালিম তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভাগের কোর্স মজলিশ, (৩৭) খুসুসী তথা বিশেষ ইসলামী ভাইদের (অন্ধ, বোবা, বধির) মজলিশ।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখা) তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৪২৯৫৩৮৩৬
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন